ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩৯ বর্ষ ৩য় সংখ্যা | ওয়েবসাইট : du.ac.bd/du_barta | ১৭ চৈত্র ১৪৩১, ৩১ মার্চ ২০২৫

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপিত

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে গত ২৬ মার্চ ২০২৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের নেতৃত্বে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এসময় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এবং প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদসহ বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

যথাযোগ্য মর্যাদায় গত ২৬ মার্চ ২০২৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করে। কর্মসূচির মধ্যে ছিলো ২৫ মার্চ ২০২৫ আলোচনা সভা, ২৬ মার্চ ২০২৫ জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ, বিশেষ মোনাজাত/প্রার্থনা, গুরুত্বপূর্ণ ভবন ও স্থাপনাসমূহে আলোকসজ্জা প্রভৃতি।

এ উপলক্ষ্যে ২৬ মার্চ সকাল ৬টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কেন্দ্রীয় ভবন ও আবাসিক হলে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারী (পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪)

কিউএস বিষয়ভিত্তিক বিশ্ব র‍্যাঙ্কিং-এ প্রথমবারের মতো স্থান পেলো ঢাবির ৯ বিভাগ, এগিয়েছে দুই ক্যাটাগরিতে

যুক্তরাজ্যভিত্তিক শিক্ষা ও গবেষণা সংস্থা কোয়াককোয়ারেলি সায়মন্ডসের (কিউএস) বিষয়ভিত্তিক বিশ্ব র‍্যাঙ্কিং-এ ইতিহাসে প্রথমবারের মতো স্থান পেয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯টি বিভাগ। গতবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি বিভাগ র‍্যাঙ্কিং-এ স্থান পেয়েছিলো। সম্প্রতি বিষয়ভিত্তিক র‍্যাঙ্কিং-এর তালিকা প্রকাশ করে কিউএস। কিউএসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি ক্যাটাগরিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গতবছরের তুলনায় এবছর ১০০ ধাপ এগিয়ে বিশ্ব র‍্যাঙ্কিং-এ ৪০১ থেকে ৪৫০ এর মধ্যে অবস্থান করছে। এই ক্যাটাগরির অন্তর্ভুক্ত কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগ ৫৫১ থেকে ৬০০ এর মধ্যে, ইঞ্জিনিয়ারিং-ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক বিভাগ ৫০১ থেকে ৫৫০ এর মধ্যে, ইঞ্জিনিয়ারিং-মেকানিক্যাল, এরোনেটিক্যাল বিভাগ ৫০১ থেকে ৫৭৫ এর মধ্যে অবস্থান করছে।

- একাউন্টিং অ্যান্ড ফিন্যান্স বিভাগ **২৫১ থেকে ৩০০ এর মধ্যে**
- সমাজবিজ্ঞান বিভাগ **৩০১ থেকে ৩৭৫ এর মধ্যে**
- বিজনেস অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ **৪০১ থেকে ৪৫০ এর মধ্যে**
- ইকোনমিক অ্যান্ড ইকোনমেট্রিক্স বিভাগ **৩৫১ থেকে ৪০০ এর মধ্যে**

সোশ্যাল সায়েন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ক্যাটাগরিতে গত বছরের তুলনায় ৫০ ধাপ এগিয়ে বর্তমানে সারাবিশ্বে ৪০১ থেকে ৪৫০ এর মধ্যে অবস্থান করছে। এই ক্যাটাগরির অন্তর্ভুক্ত একাউন্টিং অ্যান্ড ফিন্যান্সে বিভাগ ২৫১ থেকে ৩০০ এর মধ্যে, বিজনেস অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ ৪০১ থেকে ৪৫০ এর মধ্যে, ইকোনমিক অ্যান্ড ইকোনমেট্রিক্স বিভাগ ৩৫১ থেকে ৪০০ এর মধ্যে, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ ৩০১ থেকে ৩৭৫ এর মধ্যে অবস্থান করছে।

লাইফ সায়েন্স অ্যান্ড মেডিসিন ক্যাটাগরিতে মেডিসিন বিভাগ ৬৫১ থেকে ৭০০ এর মধ্যে অবস্থান করছে। ন্যাচারাল সায়েন্স ক্যাটাগরিতে ফিজিক্স অ্যান্ড এস্ট্রোনোমি বিভাগ ৫৫১ থেকে ৬০০ এর মধ্যে অবস্থান করছে।

আর্টস অ্যান্ড হিউমেনিটিস ক্যাটাগরিতে ৫০১ থেকে ৫৫০ এর মধ্যে অবস্থান করছে।

ঐতিহাসিক পতাকা উত্তোলন দিবস উদ্‌যাপিত

যাঁরা ইতিহাস নির্মাণ করেন তাঁরা রাজনীতির উর্ধ্বে: উপাচার্য

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেছেন, যাঁরা ইতিহাস নির্মাণ করেন তাঁরা রাজনীতির উর্ধ্বে। এসব বিষয়ে রাজনৈতিক পরিচয় দেখতে চাই না। গত ২ মার্চ ২০২৫ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন সংলগ্ন বটতলা প্রাঙ্গণে ঐতিহাসিক 'পতাকা উত্তোলন দিবস' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। এর আগে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের সমন্বয়ক ও কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান স্বাগত বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন (পৃষ্ঠা ২ কলাম ১)

নারী শিক্ষক, নারী কর্মকর্তা ও নারী কর্মচারীদের মাধ্যমে নিকাব ও হিজাব পরিহিত ছাত্রীদের পরিচয় শনাক্তের সিদ্ধান্ত

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও গোপনীয়তা বিবেচনায় রেখে নারী শিক্ষক/নারী কর্মকর্তা/নারী কর্মচারীদের মাধ্যমে নিকাব ও হিজাব পরিহিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের পরিচয় শনাক্তকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। গত ৬ মার্চ ২০২৫ উপাচার্যের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত ডিনস্ কমিটির এক সভায় এব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ছাত্রীদের পরিচয় শনাক্তকরণের জন্য প্রয়োজনে নারী সহকারী প্রক্টরের সহযোগিতা নেয়া হবে। পরিচয় শনাক্তকরণের জন্য ফিঙ্গারপ্রিন্টিং বা বায়োমেট্রিক সিস্টেম চালুর সম্ভাব্যতার বিষয়টি যথাসময়ে যাচাই করা হবে।

ছাত্রীদের আবাসনের জন্য বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী হল নির্মাণ প্রকল্প মন্ত্রণালয়ে অনুমোদিত

চীন সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় ২শ' ৪৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী হল নির্মাণ প্রকল্পের প্রাথমিক প্রস্তাব পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা নীতিগতভাবে অনুমোদন করেছেন। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ১ হাজার ৫শ' ছাত্রীর আবাসনের ব্যবস্থা হবে। বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত মি. ইয়াও ওয়েন ছাত্রী হল নির্মাণে সহযোগিতার ব্যাপারে তাঁর অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসন সংকট নিরসনসহ তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বৃহৎ প্রকল্প শিগগিরই বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান সম্প্রতি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদের সঙ্গে (পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'গণহত্যা দিবস' পালিত

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালরাত্রি স্মরণে গত ২৫ মার্চ ২০২৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় 'গণহত্যা দিবস' পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে সন্ধ্যায় স্মৃতি চিরন্তন চত্বরে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের পক্ষ থেকে মোমবাতি প্রজ্বলন ও শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। পরে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সভাপতিত্বে স্মৃতি চিরন্তন চত্বরে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা বক্তব্য রাখেন। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন। এসময় বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভার (পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩)

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে ক্যাম্পাসে বর্ণাঢ্য ঈদ শোভাযাত্রা

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে গত ৩১ মার্চ ২০২৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বর্ণাঢ্য ঈদ শোভাযাত্রা বের করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দেন। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদসহ বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন।

সকাল ৮টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ মসজিদুল জামিআ'য় ঈদুল ফিতরের প্রথম জামাতের পর শোভাযাত্রা শুরু হয়। শোভাযাত্রাটি টিএসসি হয়ে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে গিয়ে শেষ হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারীসহ সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান। এ উপলক্ষ্যে তিনি সকলের অনাবিল সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করেন।

উপাচার্য বলেন, বর্তমানে দেশ এক কঠিন সময় অতিক্রম করছে। এ পরিস্থিতিতে সব ভেদাভেদ ভুলে সকলকে সাম্য, মৈত্রী ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে। পরস্পর হাত ধরাধরি করে সুদৃঢ় ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। মাহে রমজানের আত্মশুদ্ধি ও সংযমের শিক্ষা গ্রহণ করে ব্যক্তিগত জীবনে সৌহার্দ্য, সহমর্মিতা ও সহনশীলতার চর্চা অব্যাহত রাখতে হবে। উন্নত, উদার ও মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান

সহিংস ঘটনায় গঠিত সত্যানুসন্ধান কমিটির প্রতিবেদন হস্তান্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ১৫ জুলাই ২০২৪ থেকে ৫ আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত সংঘটিত বেআইনি ও সহিংস ঘটনায় গঠিত সত্যানুসন্ধান কমিটির প্রতিবেদন হস্তান্তর করা হয়েছে। গত ১৩ মার্চ ২০২৫ উপাচার্যের অফিস সংলগ্ন সভা কক্ষে সত্যানুসন্ধান কমিটির আহ্বায়ক সহযোগী অধ্যাপক কাজী মাহফুজুল হক সুপণ প্রতিবেদনটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের কাছে হস্তান্তর করেন।

এসময় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ এবং (পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ বক্তৃতা প্রদান

বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের কাছে সারাবিশ্ব পরিবর্তনের শিক্ষা নিয়েছে: ব্রাজিলের প্রধান বিচারপতি

ব্রাজিলের প্রধান বিচারপতি মি. অ্যান্টোনিও হারমান বেঞ্জামিন বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছেন, তারা একটি দেশকে বদলে দিয়েছে এবং এর থেকে বিশ্ব একটি বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করেছে। এদেশের তরুণ প্রজন্ম যে বিশ্বকে বদলে দিতে পারে, সাম্প্রতিক ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে সেটি তারা প্রমাণ করেছে। গত ৪ মার্চ ২০২৫ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে 'Global Trends in Environmental Law and Climate Law' শীর্ষক এক বিশেষ বক্তৃতা প্রদানকালে তিনি এসব কথা বলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুষদ এই বক্তৃতার আয়োজন করে।

আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইকরামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূত মি. পাওলো ফার্নান্দো দিয়াস ফেরেস বিশেষ অতিথি হিসেবে (পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ‘জুলাই বিপ্লবের রক্তাক্ত দলিল’ শীর্ষক গ্রন্থ উপহার

সাম্প্রতিক ছাত্র-জনতার আন্দোলন ও জুলাই গণঅভ্যুত্থানকে উপজীব্য করে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন, ছবি, বিশ্লেষণ, মন্তব্য, সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় এবং বিভিন্ন সংস্থার রিপোর্ট নিয়ে সম্পাদিত ‘জুলাই বিপ্লবের রক্তাক্ত দলিল’ শীর্ষক গ্রন্থটি গত ১০ মার্চ ২০২৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে উপহার দেয়া হয়েছে। উপাচার্য কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের কাছে ৫খণ্ডের এই গ্রন্থ হস্তান্তর করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য এবং গ্রন্থের মুখবন্ধ রচয়িতা অধ্যাপক ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী।

এসময় গ্রন্থের ভূমিকা রচয়িতা অধ্যাপক তাহমিনা আখতার, শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. ফারুক শাহ, ভারপ্রাপ্ত প্রেস ম্যানেজার ও গ্রন্থের সম্পাদক এস এম বিপাশ আনোয়ার এবং গ্রন্থের প্রকাশক নার্গিস সুলতানা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ‘জুলাই বিপ্লবের রক্তাক্ত দলিল’ গ্রন্থ মূলত একটি পেপার ডকুমেন্টারি। বিশিষ্ট সাংবাদিক ও মেক্সিকোতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মুশফিকুল ফজল গ্রন্থটি সম্পাদনায় সার্বিক তত্ত্বাবধান করেন। গ্রন্থের গবেষণা সম্পাদক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। ৫খণ্ড বিশিষ্ট এই গ্রন্থের ১১টি অধ্যায়ে ২০২৪ সালের ১ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত ছাত্র-জনতার আন্দোলনে সংঘটিত ১৩শ’র বেশি ঘটনা, সংবাদ ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ২৪-এর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে সংকলনটি এই অঞ্চলের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ দলিল হয়ে থাকবে বলে আশা করা যাচ্ছে। প্রকাশনা সংস্থা টিএ্যান্ডটি পাবলিশার্স এ্যান্ড প্রিন্টিং গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গ্রন্থটি সম্পাদনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি গ্রন্থের সফলতা কামনা করেন।

যাঁরা ইতিহাস নির্মাণ করেন তাঁরা রাজনীতির উর্ধ্বে : উপাচার্য

(১ম পৃষ্ঠার পর) ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ। এসময় প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদসহ বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক, অফিস প্রধানগণ, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সম্মাননীয় অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন আ স ম আব্দুর রব। শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি উপস্থিত হতে পারেন নি।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, আমাদের জাতীয় পরিচয় নির্ধারণে যে কয়টি ঘটনা ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ, তার মধ্যে ২ মার্চ পতাকা উত্তোলন দিবস অন্যতম। ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে এবছরের পতাকা উত্তোলন দিবস নতুন মাত্রা পেয়েছে। ১৯৭১ সালের ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন প্রাঙ্গণে অকুতোভয় ছাত্রদের নেতৃত্বে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল। এসব ঘটনা আমাদের সাহস জোগায়। ঐতিহাসিক পতাকা উত্তোলনের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করার জন্য তিনি তৎকালীন ডাকসু নেতৃবৃন্দ ও ছাত্রনেতাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে তিনি বলেন, জাতি আজ একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। নানামুখী ষড়যন্ত্র হচ্ছে। এসময় ঐক্য ধরে রাখা জরুরি।

জাতির যেকোনো প্রয়োজনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সবসময় পাশে দাঁড়িয়েছে উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন, আমরা ইতিহাসের গর্বিত উত্তরাধিকার। আমাদের সামর্থ্য কম। তারপরও অতীতের ন্যায় আমরা ক্ষুদ্র সামর্থ্য নিয়ে বুক চিতিয়ে যেকোনো সমস্যা মোকাবিলায় দাঁড়াতে পারি। জাতীয় জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত উদ্যোগগুলো আমাদের সাহস দেয়। এই দিবসগুলো আন্তরিকতার সঙ্গে আয়োজন করতে চাই।

অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত বিভাগ ও নৃত্যকলা বিভাগের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে জাতীয় সংগীত, দেশের গান ও নৃত্য পরিবেশিত হয়।

ঢাবি শিক্ষার্থী দেবাজ্যোতির সপ্তাহব্যাপী একক চিত্র প্রদর্শনী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগের এমএফএ ১ম পর্বের শিক্ষার্থী দেবাজ্যোতি বর্ষণের ‘Journey Through Reality’ শীর্ষক সপ্তাহব্যাপী প্রথম একক চিত্র প্রদর্শনী গত ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ চারুকলা অনুষদের জয়নুল গ্যালারিতে উদ্বোধন করা হয়। কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আজহারুল ইসলাম শেখ-এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রাচ্যকলা বিভাগের অনারারি অধ্যাপক ড. মো. আব্দুস সাত্তার এবং অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগের অধ্যাপক আফজাল হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, দেবাজ্যোতি বর্ষণের পিতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ দেবাশীষ পাল অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এই প্রদর্শনীর সাফল্য কামনা করে বলেন, শিল্পচর্চার মৌলিক বিষয়গুলোকে শিল্পী সুন্দর ও নান্দনিকভাবে বিভিন্ন চিত্রকর্মের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। শিল্পচর্চায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করতে এই প্রদর্শনী কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

একজন শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবনের শিল্পকর্মকে প্রাধান্য দিয়ে এই প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়। এই প্রদর্শনীতে জলরঙ, পেন্সিল, তেলরঙ, চারকল ও অ্যাক্রেলিকসহ বিভিন্ন মাধ্যমে আঁকা ৪৩ টি শিল্পকর্ম স্থান পায় ।

অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক-এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। গত ১৪ মার্চ ২০২৫ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক দেশের সাংবাদিকতা শিক্ষা ও গবেষণার প্রসার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন একাডেমিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। এসব অবদানের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গত ১৪ মার্চ ২০২৫ রাজধানীর একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

অধ্যাপক কাজী শহীদুল্লাহ-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের সাবেক ডিন এবং ইতিহাস বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক কাজী শহীদুল্লাহর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ১৯ মার্চ ২০২৫ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক কাজী শহীদুল্লাহ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন একাডেমিক ও প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। দেশের শিক্ষা ও গবেষণা, একাডেমিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অবদানের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক কাজী শহীদুল্লাহ গত ১৯ মার্চ ২০২৫ অস্ট্রেলিয়ায় স্থানীয় সময় ভোর ৫টায় মৃত্যুবরণ করেন।

‘গণহত্যা দিবস’ পালিত

(১ম পৃষ্ঠার পর) আগে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের গণহত্যাকে উপজীব্য করে একটি ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, ১৯৭১ সালের ২৫মার্চের গণহত্যা ইতিহাসের সবচেয়ে নিকৃষ্টতম গণহত্যার একটি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এই গণহত্যা আরও বেদনাবিধুর। কেননা, এই গণহত্যায় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের অনেক সদস্যকে আমরা হারিয়েছি। অনেক রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। দেশটি স্বাধীন হয়েছে বলেই আমরা আজ এখানে দাঁড়িয়ে আছি, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হয়েছি। এই স্বাধীনতার পেছনে অকুতোভয় বীরসেনানীদের চরম আত্মত্যাগ রয়েছে। এই বীরসেনানীদের প্রতি আমাদের দায় আছে, রক্তের ঋণ আছে। রক্তের এই ঋণ আমাদের প্রতিদিন স্মরণ করতে হবে।

উপাচার্য আরও বলেন, ৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ, ২৪-এর গণঅভ্যুত্থানসহ বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার ধারাবাহিকতা আছে। এগুলো আমাদের জাতীয় জীবনের পরিচয় প্রদানকারী একেকটি মাইলফলক। বৈষম্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং ন্যায্যতার প্রশ্নে প্রতিবারই আমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছি। এসব গৌরবময় ইতিহাস আমরা যেন ভুলে না যাই। আমরা যেন বিভাজিত না হই। জাতীয় স্বার্থে আমরা যেন ঐক্যবদ্ধ থাকি।

স্মৃতি চিরন্তন চত্বরে আলোচনা সভা শেষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান-এর নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা জগন্নাথ হল গণসমাধিতে মোমবাতি প্রজ্বলন ও শহীদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে জগন্নাথ হল প্রাধ্যক্ষ দেবাশীষ পাল উপস্থিত ছিলেন।

দিবসটি উপলক্ষ্যে রাত ১০:৩০টা থেকে ১০:৩১টা পর্যন্ত জরুরি স্থাপনা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল জায়গায় এক মিনিট “ব্লাক-আউট” কর্মসূচি পালন করা হয়।

এছাড়া, গণহত্যা দিবস উপলক্ষ্যে বা’দ জোহর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ মসজিদুল জামিআ’য় শহীদ বুদ্ধিজীবীদের রুহের মাগফেরাত কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়। অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয়ে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়।

১২ শিক্ষার্থী পেলেন ১ লাখ ৬৬ হাজার টাকা

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর) বিশ্বাস মেমোরী (২য় বর্ষ), মো. আছিদ রহমান (৩য় বর্ষ), রহিমা আখতার (৪র্থ বর্ষ), মো. সুমন মোল্যা (এম.এস.এস)।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান সতীর্থ ফোরাম ট্রাস্ট ফান্ডের বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন- রাতুল আহমেদ, মো. ফুরকান আলী, ফারজানা আক্তার, সোহান সেখ, মো. জিন্নাহ সরকার, কনক চন্দ্র বর্মণ।

ট্রাস্ট ফান্ডের দাতাদের ধন্যবাদ দিয়ে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, আপনারা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি গভীর মমতা ধারণ করেন বলেই ট্রাস্ট ফান্ডগুলো গঠনের উদ্যোগ নিয়েছেন। এই উদ্যোগগুলো আমাদের ঐক্যবদ্ধ করে। একই সঙ্গে সমাজকে নিয়ে চলতে শেখায়। এই আয়োজনগুলো করতে পেরে আমরা সম্মানিত বোধ করি।

উপাচার্য বলেন, শিক্ষার্থীদের এই বয়সে ফাঁদ ও প্রলোভনে পড়ার আশঙ্কা বেশি। এর থেকে বাঁচতে হলে তোমাদেরকে পরিশ্রম ও নৈতিক শক্তির ওপর বেশি নির্ভর করতে হবে। কাজের মাধ্যমে ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তির প্রতিদান দিতে তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান আরও বলেন, আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্ট ফান্ডগুলো গোছানোর চেষ্টা করছি। আকার ও পরিমাণ বাড়ানোর চেষ্টা করছি। যাতে আরও বহু সংখ্যক শিক্ষার্থীকে এসব ফান্ডের আওতায় আনা যায়। আমরা অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনকেও সক্রিয় করার চেষ্টা করছি।

উল্লেখ্য, ২০১৪ সালের ২২ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান ড. নাজমা বেগম ৬ লক্ষ টাকা প্রদানের মাধ্যমে ‘অধ্যাপক নাজমা বেগম ট্রাস্ট ফান্ড’ প্রতিষ্ঠা করেন। ট্রাস্ট ফান্ডটির বর্তমান মূলধন ১৫ লক্ষ টাকা। প্রতি বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিষয়ে বি.এস.এস (সম্মান) শ্রেণিতে অধ্যয়নরত ১ম বর্ষের ২ জন, ২য় বর্ষের ১ জন, ৩য় বর্ষের ১ জন, ৪র্থ বর্ষের ১ জন এবং এম.এস.এস শ্রেণির ১ জনসহ মোট ছয়জন মেধাবী ও অসচ্ছল ছাত্র/ছাত্রীকে বিভাগীয় একাডেমিক কমিটির সুপারিশক্রমে এককালীন ১৫ হাজার ৮২১ টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়।

১৯৭৬ ব্যাচের শিক্ষার্থীরা ২০২২ সালের ২৫ এপ্রিল ১৭ লক্ষ টাকা প্রদানের মাধ্যমে রাষ্ট্রবিজ্ঞান সতীর্থ ফোরাম ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেন। ট্রাস্ট ফান্ডটির বর্তমান মূলধন ১৮ লক্ষ টাকা। প্রতি বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ১ম বর্ষ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে অধ্যয়নরত ৬ জন মেধাবী ও অসচ্ছল শিক্ষার্থীকে বিভাগীয় একাডেমিক কমিটির সুপারিশক্রমে এককালীন ১২ হাজার টাকা করে বৃত্তি প্রদান করা হয়।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপিত

(১ম পৃষ্ঠার পর) ও অ্যালামনাইবৃন্দ সকাল ৬টায় স্মৃতি চিরন্তন চত্বরে জমায়েত হন। সেখান থেকে তারা উপাচার্যের নেতৃত্বে জাতীয় স্মৃতিসৌধের উদ্দেশে যাত্রা করেন। পরে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের নেতৃত্বে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এসময় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এবং প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদসহ বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দিবসটি উপলক্ষ্যে বা’দ জোহর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ মসজিদুল জামিআ’য় শহীদ বুদ্ধিজীবীদের রুহের মাগফেরাত কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়। অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয়ে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। এছাড়া, কার্জন হল ও টিএসসিতে আলোকসজ্জা করা হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারীদের সন্তানদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

এ উপলক্ষ্যে ২৫ মার্চ ২০২৫ মঙ্গলবার ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে ‘মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের তাৎপর্য’ শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন।

উদীয়মান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির টেকসই ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ

‘Innovating for a Sustainable Future: Harnessing Science and Technology to Tackle Emerging Challenges’ শীর্ষক দিনব্যাপী এক আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়াম গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোকাররম হোসেন খন্দকার বিজ্ঞান ভবন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জাপান সোসাইটি ফর দি প্রমোশন অব সায়েন্স (জেএসপিএস) এবং বাংলাদেশ জেএসপিএস অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন যৌথভাবে এই সিম্পোজিয়াম আয়োজন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ জেএসপিএস অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন-এর সহ-সভাপতি অধ্যাপক ড. এম আব্দুল করিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ঢাকাস্থ জাপান দূতাবাসের মিনিস্টার তাকাহাশি নাওকি এবং ব্যাংককের জেএসপিএস আঞ্চলিক কার্যালয়ের পরিচালক অধ্যাপক ড. ওতানি ইওশিয়ো বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। স্বাগত বক্তব্য দেন বাংলাদেশ জেএসপিএস অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. এ টি এম জাফরুল আযম। সিম্পোজিয়াম আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. ইয়ারুল কবীর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। আয়োজক কমিটির সদস্য-সচিব অধ্যাপক ড. মো. ইলিয়াস-আল-মামুন শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা বলেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরা নানারকম চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছি। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। উদীয়মান বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশ এবং জাপানের মধ্যে বিরাজমান দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও জোরদার করতে বাংলাদেশ জেএসপিএস অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

দিনব্যাপী সিম্পোজিয়ামের ৫টি টেকনিক্যাল সেশনে বাংলাদেশ এবং জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষকগণ প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। টেকনিক্যাল সেশন শেষে বাংলাদেশ জেএসপিএস অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন-এর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপাচার্যের সঙ্গে বিদেশি অতিথিদের সাক্ষাৎ

দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত

বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত মি. পার্ক ইয়ং সিক গত ৪ মার্চ ২০২৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এসময় ঢাকাস্থ দক্ষিণ কোরিয়া দূতাবাসের সেকেন্ড সেক্রেটারি মি. লি নামসু তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোরিয়ান ভাষা বিষয়ে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া, কোইকা'র আর্থিক সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান 'Capacity Building of Universities in Bangladesh to Promote Youth Entrepreneurship' শীর্ষক পাইলট প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত মি. পার্ক ইয়ং সিক সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উদ্যোক্তা তৈরি এবং দক্ষিণ এশিয়ায় সামাজিক স্থিতিশীলতা, শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কে রাষ্ট্রদূতকে অবহিত করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজ করছে। বাংলাদেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে দক্ষিণ কোরিয়া গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে। দু'দেশের মধ্যে বিরাজমান এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও জোরদার হবে বলে উপাচার্য আশা প্রকাশ করেন।

তুরস্কের রাষ্ট্রদূত

বাংলাদেশে নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূত মি. রামিস সেন গত ১১ মার্চ ২০২৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এবং বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহা. আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তুরস্কের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চলমান যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও জোরদার করার সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তুরস্কের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং গবেষক বিনিময় নিয়েও বৈঠকে আলোচনা করা হয়।

বৈঠককালে তাঁরা তুরস্কের দিয়ানেত ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ কমপ্লেক্স পুনর্নির্মাণের বিষয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া, তার্কিশ কো-অপারেশন অ্যান্ড কো-অর্ডিনেশন এজেন্সি (টিকা)-এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদ বুদ্ধিজীবী ডাঃ মোহাম্মদ মোর্তজা মেডিকেল সেন্টার এবং বিভিন্ন গবেষণাগার উন্নয়নের বিষয়েও আলোচনা করা হয়।

রাষ্ট্রদূত মি. রামিস সেন তুরস্কে উচ্চশিক্ষার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, বাংলাদেশ এবং তুরস্কের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজ করছে। বিরাজমান এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও জোরদার হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় মসজিদ কমপ্লেক্স এবং মেডিকেল সেন্টার পুনর্নির্মাণসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে তিনি তুরস্কের রাষ্ট্রদূতের সহযোগিতা কামনা করেন।

তুরস্কের রাষ্ট্রদূত এ বিষয়ে সম্ভাব্য সকল সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দেন।

সহিংস ঘটনায় গঠিত সত্যানুসন্ধান কমিটির প্রতিবেদন হস্তান্তর

(১ম পৃষ্ঠার পর) সত্যানুসন্ধান কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

অধিকতর তদন্ত কমিটি গঠন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ১৫ জুলাই ২০২৪ থেকে ৫ আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত সংঘটিত বেআইনি ও সহিংস ঘটনার অধিকতর তদন্তের জন্য সিন্ডিকেট সদস্য অধ্যাপক ড. তাজমেরী এস এ ইসলামকে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। গত ১৭ মার্চ ২০২৫ সিন্ডিকেট সভায় এই কমিটি গঠন করা হয়।

এই কমিটি সত্যানুসন্ধান কমিটি কর্তৃক চিহ্নিত ১২৮ জনের বিষয়টি আমলে নিয়ে পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়ের হল, বিভাগ ও ইনস্টিটিউটে সহিংস ঘটনায় জড়িতদের তথ্য চেয়ে চিঠি দেবে। প্রাপ্ত তথ্য যাচাই-বাছাই করে শিগগিরই তদন্ত কমিটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রকাশ করবে। পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টের ভিত্তিতে দোষীদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

উল্লেখ্য, সত্যানুসন্ধান কমিটি কর্তৃক চিহ্নিত ১২৮ জনের তালিকাটি পূর্ণাঙ্গ নয়। এনিয়ে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের কাছে সারাবিশ্ব পরিবর্তনের শিক্ষা নিয়েছে

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর) উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. খুরশীদ আলম অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি শুধু নির্দিষ্ট কোন গোষ্ঠী বা দেশের জন্য নয়। এটি সমগ্র মানবজাতির জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শিক্ষাবিদ, গবেষক, পেশাজীবী ও সরকারের মধ্যে মেলবন্ধন সৃষ্টিতে এধরনের বক্তৃতা আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রদানের জন্য তিনি বিচারপতি মি. অ্যান্টোনিও হারমান বেঞ্জামিনকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, তাঁর বক্তৃতার মাধ্যমে দেশের পেশাজীবী ও সংশ্লিষ্টরা অত্যন্ত উপকৃত হবে।

বিচারপতি মি. অ্যান্টোনিও হারমান বেঞ্জামিন পরিবেশ আইনের বর্তমান চ্যালেঞ্জ, আন্তর্জাতিক নীতিমালা এবং পরিবেশগত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আদালতের ভূমিকা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বিশ্বজুড়ে মানবজাতিকে বিভিন্ন সংকট ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে। ঐক্যবদ্ধভাবে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় মানবিক কার্যক্রম ও নৈতিক মূল্যবোধ বজায় রাখা এবং আইনের শাসন নিশ্চিত করার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি আরও বলেন, পরিবেশ আইনের আওতায় জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়গুলোকে আলোচনা করতে হবে। বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরে তিনি বলেন, ভবিষ্যত প্রজন্ম ও পৃথিবীকে রক্ষা করতে পরিবেশ সংরক্ষণে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, আইনের সঠিক প্রয়োগ এবং জনগণকে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে বিচারক, আইন প্রণয়নকারী সংস্থা, সরকার, শিক্ষাবিদ, গবেষক, পরিবেশকর্মী ও তরুণ প্রজন্মের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা দরকার।

রাষ্ট্রদূত মি. পাওলো ফার্নান্দো দিয়াস ফেরেস বলেন, বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। তাদের হাত ধরে দেশের যে কোন পরিবর্তন সম্ভব। পরিবেশ সংরক্ষণসহ সমাজের সকল ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য তিনি তরুণ প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, আইনজীবী, গবেষক, পরিবেশকর্মী এবং বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

ছাত্রীদের আবাসনের জন্য বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী হল নির্মাণ

(১ম পৃষ্ঠার পর) বৈঠককালে এসব প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করেন। এসময় উপদেষ্টা এসব প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের আশ্বাস দেন।

এছাড়া, উপাচার্য এসব প্রকল্পের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) সচিব শাহরিয়ার কাদের ছিদ্দিকী ও পরিকল্পনা কমিশনের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের সচিব ড. কাইয়ুম আরা বেগমের সঙ্গে পৃথকভাবে আলোচনা করেন।

প্রসঙ্গত, ২ হাজার ৮শ' ৪১ কোটি ৮৬ লাখ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ছাত্রীদের জন্য ৪টি হল, ছাত্রদের জন্য ৫টি হলসহ বিভিন্ন ভবন নির্মাণ করা হবে। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে প্রায় ৩ হাজার ছাত্রী ও ৫ হাজার ১শ' ছাত্রের আবাসনের ব্যবস্থা হবে।

একই সঙ্গে ১শ' ৫১ কোটি ৫৩ লাখ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনসমূহের সংস্কার, সংরক্ষণ ও সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্পের আওতায় অতি পুরাতন জরাজীর্ণ ১শ' ৬৮টি ভবনের সংস্কার করা হবে ।

উপাচার্যের সঙ্গে বিদেশি অতিথিদের সাক্ষাৎ

যুক্তরাষ্ট্রের অধ্যাপক

যুক্তরাষ্ট্রের কেন্ট স্টেট ইউনিভার্সিটির স্কুল অফ পিস অ্যান্ড কনফ্লিক্ট স্টাডিজের অধ্যাপক তাতসুশি আরাই গত ১৩ মার্চ ২০২৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ এবং শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন সিদ্দিকী উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের কেন্ট স্টেট ইউনিভার্সিটির মধ্যে জুলাই গণঅভ্যুত্থান এবং শান্তি ও সংঘর্ষ বিষয়ে যৌথ গবেষণা প্রকল্প গ্রহণের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। দু' বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং গবেষক বিনিময় নিয়েও বৈঠকে আলোচনা করা হয়। এছাড়া, তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কেন্ট স্টেট ইউনিভার্সিটির যৌথ উদ্যোগে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক স্থিতিশীলতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু এবং জুলাই গণঅভ্যুত্থান বিষয়ে যৌথ গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশের বিষয়ে আলোচনা করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের উৎকর্ষ সাধনে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করেন।

এর আগে অধ্যাপক তাতসুশি আরাই 'Bangladesh in the Aftermath of the July 2024 Uprising: Challenges and opportunities' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

উপাচার্যের সঙ্গে আইবিসিএফ প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ

শরীয়াহ-ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকসমূহের শীর্ষ সংগঠন ইসলামিক ব্যাংকস কনসালটেটিভ ফোরাম (আইবিসিএফ)-এর উপদেষ্টা ও ইউনিয়ন ব্যাংক পিএলসি'র পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান এম ফরিদউদ্দীনের নেতৃত্বে ৫-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ১৮ মার্চ ২০২৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি'র নির্বাহী পরিষদের চেয়ারম্যান নূরুল ইসলাম খলিফা, সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ফেলোজ ফোরামের প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ-এর ভাইস-প্রেসিডেন্ট ড. সৈয়দ সাখাওয়াতুল ইসলাম এবং আইবিসিএফ-এর সহকারী সচিব জাহাঙ্গীর আলম।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহা. আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়নে ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সম্পর্ক জোরদার করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়া, আইবিসিএফ-এর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ব্যাংকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ইন্টার্নশিপ করার সুযোগ প্রদান, অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের বৃত্তি ও বিভিন্ন আর্থিক সহযোগিতা প্রদানসহ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁরা আলোচনা করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, সরকারের উপর নির্ভরশীলতা কমাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিভিন্ন আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি ও সম্পর্ক জোরদার করার চেষ্টা করছে। এক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদানের জন্য তিনি অ্যালামনাইসহ বিভিন্ন সামাজিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রতিনিধিদলের সদস্যরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়নে সম্ভাব্য সকল সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ স্যার পি জে হার্টগ ইন্টারন্যাশনাল হলের সংস্কারকৃত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের উদ্বোধন করেন। এসময় কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক এম এ কাউসার এবং ঢাকাস্থ চীনা দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সেলর মি. লি শাওপেং উপস্থিত ছিলেন।

অধ্যাপক নাজমা বেগম ট্রাস্ট ফান্ড ও
রাষ্ট্রবিজ্ঞান সতীর্থ ফোরাম ট্রাস্ট ফান্ডের বৃত্তি প্রদান

১২ শিক্ষার্থী পেলেন ১ লাখ ৬৬ হাজার টাকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নাজমা বেগম ট্রাস্ট ফান্ড ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান সতীর্থ ফোরাম ট্রাস্ট ফান্ডের অধীনে ১২ জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গত ৩ মার্চ ২০২৫ উপাচার্যের অফিস সংলগ্ন সভাকক্ষে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে এই বৃত্তির চেক তুলে দেন।

এসময় কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক মাসুদা ইয়াসমীন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. নাছিমা খাতুন, অর্থনীতি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. নাজমা বেগম, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক মো. ফেরদৌস হোসেন, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সতীর্থ ফোরামের অন্যতম দাতা মো. মিজানুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অর্থনীতি বিভাগে বিভিন্ন বর্ষের অধ্যয়নরত ৬ জন শিক্ষার্থীকে অধ্যাপক নাজমা বেগম ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে প্রথম বর্ষে অধ্যয়নরত ৬ জন শিক্ষার্থীকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান সতীর্থ ফোরাম ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি প্রদান করা হয়।

অধ্যাপক নাজমা বেগম ট্রাস্ট ফান্ডের বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন- সাদিয়া (১ম বর্ষ), মঈন উদ্দিন (১ম বর্ষ), স্নোহা (পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩)

আন্তর্জাতিক বন দিবস পালিত

বন ও পরিবেশ সংরক্ষণে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে–উপাচার্য

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান পরিবেশ ও বন সংরক্ষণে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, এক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সর্বদা পাশে থাকবে। আন্তর্জাতিক বন দিবস উপলক্ষ্যে গত ২১ মার্চ ২০২৫ স্মৃতি চিরন্তন চত্বরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।বিজ্ঞান অনুষদ, জীববিজ্ঞান অনুষদ এবং পরিবেশ সংসদের সহযোগিতায় আরবরিকালচার সেন্টার এই অনুষ্ঠান আয়োজন করে। এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'বন ও খাদ্য'।

আরবরিকালচার সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. এনামুল হক, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক মো. শাহজাহান মিয়া এবং কর্নেল (অব:) মো. জাকারিয়া হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, প্রকৃতি, জীববৈচিত্র্য ও বন সংরক্ষণে আমাদের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি জোরদার, গাছের পাতা পোড়ানো ও আতশবাজি বন্ধ এবং প্লাস্টিক বর্জন কর্মসূচিসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বনায়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। পরিবেশ সংরক্ষণে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

এর আগে, উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ঢাকা বিশ্বদ্যিালয় ক্যাম্পাসে বনায়ন কর্মসূচির অংশ হিসেবে স্মৃতি চিরন্তন চত্বরে একটি গাছের চারা রোপণ করেন। আলোচনা পর্ব শেষে স্মৃতি চিরন্তন চত্বর থেকে উপাচার্যের নেতৃত্বে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়।

অমর একুশে হলে শরীরচর্চা কেন্দ্র 'দেহঘড়ি'র উদ্বোধন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অমর একুশে হলে শরীরচর্চা কেন্দ্র 'দেহঘড়ি', স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের সংগঠন বাঁধন ও একুশে ডিবেটিং ক্লাবের অফিস রুম এবং ভাষা মুক্তমঞ্চ শীর্ষক একটি উন্মুক্ত মঞ্চ উদ্বোধন করা হয়েছে। অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এসব স্থাপনা উদ্বোধন করেন।

অমর একুশে হলের নিজস্ব অর্থায়নে এসকল স্থাপনা তৈরি করা হয়েছে। শরীরচর্চা কেন্দ্র 'দেহঘড়ি'র জন্য একটি মাল্টিজিম, পাওয়ার র‍্যাঙ্কিংসহ স্মিথ মেশিন, পাওয়ার টাওয়ার, মাল্টি ওয়েট বেঞ্চ, অ্যাডজাস্টেবল বেঞ্চ, বারবেলসহ অলিম্পিক ওয়েট প্লেট এবং র‍্যাঙ্কিংসহ বেশকিছু ডাম্বেল সংগ্রহ করা হয়েছে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান 'দেহঘড়ি' শরীরচর্চা কেন্দ্রের সরঞ্জামাদি দেখে অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেন। এর মাধ্যমে অমর একুশে হলের শিক্ষার্থীদের শরীরচর্চার সুযোগ অনেক বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে অমর একুশে হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. ইসতিয়াক এম সৈয়দ, আবাসিক শিক্ষকবৃন্দ, কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এবং শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

ব্রিটিশ কাউন্সিল কালচার এন্ড ক্রিয়েটিভিটি অ্যাওয়ার্ড পেলেন ড. শাহমান মৈশান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. শাহমান মৈশান 'ব্রিটিশ কাউন্সিল কালচার এন্ড ক্রিয়েটিভিটি অ্যাওয়ার্ড' লাভ করেছেন। 'ইউকে স্টাডি অ্যালামনাই অ্যাওয়ার্ডস ২০২৫'-এর আওতায় সংস্কৃতি ও সৃজনশীলতা ক্যাটাগরিতে স্কলার-নাট্যকার- নির্দেশক হিসেবে তিনি এই অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন। গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ঢাকাস্থ ব্রিটিশ কাউন্সিল কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে তাঁকে এই অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। যুক্তরাজ্যে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে নিজ দেশে ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখার জন্য যুক্তরাজ্য সরকারের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ব্রিটিশ কাউন্সিল এই অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে।

'পরিহারযোগ্য মৃত্যু রোধে আন্তর্জাতিক সচেতনতা দিবস' পালিত

বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আবহাওয়া বিজ্ঞান বিভাগ গত ১৩ মার্চ ২০২৫ 'পরিহারযোগ্য মৃত্যু রোধে আন্তর্জাতিক সচেতনতা দিবস' পালন করেছে। এ উপলক্ষ্যে সকালে প্রশাসনিক ভবন চত্বর থেকে এক র‍্যালি বের করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান প্রধান অতিথি হিসেবে র‍্যালির নেতৃত্ব দেন এবং দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। র‍্যালিটি কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে গিয়ে শেষ হয়। র‍্যালিতে বিভাগীয় চেয়ারপার্সন ড. ফাতিমা আক্তারসহ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। এডিএন (Avoidable Deaths Network)-বাংলাদেশ চ্যাপ্টার-এর সহযোগিতায় এসব কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান দুর্যোগ মোকাবিলা ও ঝুঁকি হ্রাসে আগাম সতর্কবার্তা প্রাপ্তির উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, দুর্যোগের পূর্বাভাস পাওয়া গেলে অনেকক্ষেত্রেই জান-মালের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করা সম্ভব। দুর্যোগপূর্ণ এলাকাগুলোতে সারাবছর সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। জনসচেতনতা বাড়াতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

পরে বিভাগীয় মিলনায়তনে 'দুর্যোগের আগাম সতর্কতা: পরিহারযোগ্য মৃত্যু রোধে আন্তর্জাতিক সচেতনতা দিবস' শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বিভাগীয় চেয়ারপার্সন ড. ফাতিমা আক্তারের সভাপতিত্বে সেমিনারে আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. কাজী মতিন উদ্দিন আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

ফ্রান্সে উচ্চশিক্ষা বিষয়ক সেমিনার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি এস্যুরেন্স সেল (আইকিউএসি)-এর উদ্যোগে 'Higher Studies in France by Campus France Bangladesh' শীর্ষক ফ্রান্সে উচ্চশিক্ষা বিষয়ক এক সেমিনার গত ৯ মার্চ ২০২৫ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত ম্যারি মাসদুপুই সেমিনারে প্রধান অতিথি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ওশেন গভর্নেন্স (International Centre for Ocean Governance), এক্সপারটিজ ফ্রান্স গ্রুপ এএফডি এবং ক্যাম্পাস ফ্রান্স বাংলাদেশ-এর যৌথ সহযোগিতায় এই সেমিনার আয়োজন করা হয়।

আইকিউএসি-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. এম রেজাউল ইসলামের সভাপতিত্বে সেমিনারে ঢাকাস্থ ফ্রান্স দূতাবাসের কালচারাল অ্যাটাচি মি. ব্যাপটিস্ট লিবার্ট বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ক্যাম্পাস ফ্রান্স বাংলাদেশ-এর কান্ট্রি হেড নাছিবা হোসেন ফ্রান্সে উচ্চশিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ওশেন গভর্নেন্স-এর পরিচালক ড. কে এম আজম চৌধুরী ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সেমিনারের প্রশ্নত্তোর পর্বে বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা অংশ নেন।

বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনের কর্মসূচি প্রণয়নের লক্ষ্যে সভা

বাংলা নববর্ষ-১৪৩২ উদ্‌যাপনের কর্মসূচি প্রণয়নের লক্ষ্যে এক সভা গত ২৪ মার্চ ২০২৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান সভায় সভাপতিত্ব করেন। এসময় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদসহ বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক ও অফিস প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন দপ্তর, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতিনিধি, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধি সভায় ভার্চুয়ালি সংযুক্ত ছিলেন।

সভায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বাংলা নববর্ষ-১৪৩২ সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপনের সার্বিক প্রস্তুতি ও অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। শান্তিপূর্ণ, সুশৃঙ্খল ও উৎসবমুখর পরিবেশে নববর্ষ উদ্‌যাপনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশাকে আহ্বায়ক করে কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক কমিটি ও বিভিন্ন উপ কমিটি গঠন করা হয়েছে।

সভায় স্পষ্ট করা হয় যে, এই শোভাযাত্রা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুদিনের ঐতিহ্যের পরিচায়ক। এই ঐতিহ্য ও স্বকীয়তা অব্যাহত রেখে অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক করার জন্য মন্ত্রণালয়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আরও বড় পরিসরে, বৈচিত্র্যপূর্ণভাবে এবং লোক-ঐতিহ্য ও ২৪ এর চেতনাকে ধারণ করে 'নববর্ষের ঐকতান, ফ্যাসিবাদের অবসান' প্রতিপাদ্য নিয়ে এবছর শোভাযাত্রায় সর্বজনীন অংশগ্রহণের আয়োজন করা হয়েছে।

পহেলা বৈশাখ সকাল ৯টায় শোভাযাত্রাটি চারুকলা অনুষদের সামনে থেকে বের করা হবে।

পহেলা বৈশাখে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কোন ধরনের মুখোশ পরা এবং ব্যাগ বহন করা যাবে না। তবে চারুকলা অনুষদ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মুখোশ হাতে নিয়ে প্রদর্শন করা যাবে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ভুভুজিলা বাঁশি বাজানো ও বিক্রি করা থেকে বিরত থাকার জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

ক্যাম্পাসে নববর্ষের দিন সকল ধরনের অনুষ্ঠান বিকাল ৫টার মধ্যে শেষ করতে হবে। নববর্ষের দিন ক্যাম্পাসে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত প্রবেশ করা যাবে। ৫ টার পর কোনভাবেই প্রবেশ করা যাবে না, শুধু বের হওয়া যাবে। নববর্ষের আগের দিন ১৩ এপ্রিল সন্ধ্যা ৭টার পর ক্যাম্পাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টিকারযুক্ত গাড়ি ছাড়া অন্য কোন গাড়ি প্রবেশ করতে পারবে না। নববর্ষের দিন ক্যাম্পাসে কোন ধরনের যানবাহন চালানো যাবে না এবং মোটরসাইকেল চালানো সম্পূর্ণ নিষেধ। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বসবাসরত কোন ব্যক্তি নিজস্ব গাড়ি নিয়ে যাতায়াতের জন্য শুধুমাত্র নীলক্ষেত মোড় সংলগ্ন গেইট ও পলাশী মোড় সংলগ্ন গেইট ব্যবহার করতে পারবেন।

নববর্ষের দিন ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের সম্মুখস্থ রাজু ভাস্কর্যের পেছনে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানের গেইট বন্ধ থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আগত ব্যক্তিবর্গ সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে প্রবেশের জন্য চারুকলা অনুষদ সম্মুখস্থ ছবির হাটের গেইট, বাংলা একাডেমির সম্মুখস্থ সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানের গেইট ও ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট সংলগ্ন গেইট ব্যবহার করতে পারবেন। সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান থেকে প্রস্থানের পথ হিসেবে ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট সংলগ্ন গেইট, রমনা কালী মন্দির সংলগ্ন গেইট ও বাংলা একাডেমির সম্মুখস্থ সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানের গেইট ব্যবহার করা যাবে।

ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের সম্মুখে বিশ্ববিদ্যালয়ের হেল্প ডেস্ক, কন্ট্রোল রুম এবং অস্থায়ী মেডিকেল ক্যাম্প থাকবে। হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল মাঠ সংলগ্ন এলাকা, ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র সংলগ্ন এলাকা, দোয়েল চত্বরের আশে-পাশের এলাকা ও কার্জন হল এলাকায় মোবাইল পাবলিক টয়লেট স্থাপন করা হবে।

সভায় নববর্ষের দিন নিরাপত্তার স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পর্যাপ্ত সিসি ক্যামেরা ও আর্চওয়ে স্থাপন করে তা মনিটরিং করার জন্য পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে ১৫ লাখ টাকার নতুন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের বিভিন্ন বর্ষের শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে 'অধ্যাপক ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ ট্রাস্ট ফান্ড' শীর্ষক নতুন একটি ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়েছে। পিতার স্মৃতি রক্ষার্থে এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের জন্য প্রয়াত অধ্যাপক ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ-এর কন্যা মনজুলা মোরশেদ ১৫ লাখ টাকার একটি চেক গত ২০ মার্চ ২০২৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান-এর কাছে হস্তান্তর করেন।

এসময় কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. মনিরা বেগম এবং ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের জন্য দাতাকে ধন্যবাদ জানান। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অনেক উপকৃত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। সমাজের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এধরনের উদ্যোগ কার্যকর ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতিবছর ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের বিভিন্ন বর্ষের সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করা হবে।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ ১৯৩৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০২৩ সালে ইন্তেকাল করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ এবং ভাষাবিজ্ঞান বিভাগে তিনি অধ্যাপনা করেন।

সম্পাদক: মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: ফররুখ মাহমুদ, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম তাসমিন, মো. আবু বকর সিদ্দিক ও শুভাশীষ রঞ্জন সরকার
ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও নাসির আহমেদ তুষার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে মুদ্রিত। ফোন: ৫৫১৬৭৭১৯, ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০০, ০১৫৫২৩২২১৩৮